International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.79-83
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.79-83

শিখ-জাতীয়তাবাদ ও সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া

জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
The unbroken Indian state of Punjab surrounded by the sacred 'Panchanadi'(Five Rivers) carries a heroic history since ancient times. The nationalism of Punjab was established in return for the self-sacrifice of many heroes. Sardar Jassa Sing Ahluwalia was the general during which Nadir Shaw invaded India nine times in a row. Sardar Jasa Sing with his discreet destroyed the attempts of Nadir Shaw on one side and Mughals on the other side who wanted to destroy the Sikh Nationalism. His subjects' benevolent rule, patriotism, heroic heart, loyal to religion etc, will be presented in this essay.

Key words: Panchanadi, heroism, nationalism, discreet, self-sacrifice.

অখণ্ড ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের শিখ-জাতীয়বাদের ইতিহাস বিশ্ব-ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে৷ এ কেবল আত্মতুষ্টির কথা মাত্র নয়, কিম্বা শিখ জাতির প্রতি প্রশংসার জন্য আপ্তবাক্য নয় এটি একটি পরম্পরা, যার মহত্ত্ব ও বিশালত্ব আকাশ-পাতাল প্রসারী৷ উপর্যুক্রমে বিদেশী বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের জাতীয়ধর্ম ও জাতীয় বিবেককে রক্ষা করার জন্য যে সীমাহীন সংগ্রাম, রক্তক্ষরণ ও আত্মবলিদানের প্রয়োজন- তার নজির রয়েছে শিখ-জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের প্রতিটি পাতায়৷ ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে অব্দে বান্দাবাহাদুরের মৃত্যুর পর ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত সিং কর্তৃক শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে শিখ জাতীয়তাবাদের উত্থান-পতনের সংকট ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে যাঁদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া ছিলেন একজন৷ তিনি ছিলেন যথার্থভাবে শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্থপতি সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া ৩রা মে' ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের নিকট 'আহলু' বা 'আহলুয়াল'-এ জন্মগ্রহণ করেন৷ এই আহলুয়াল অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরই পূর্বপুরুষ ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দ সিং-এর গুণগ্রাহী শিষ্য সাদ্দা সিং (সাধু সিং)৷ সেই থেকে 'আহলুয়ালিয়া' পদবী সর্দার জাশা সিং-এর নামের সাথে যুক্ত হয়ে আছে৷ তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন 'কালাল' অর্থাৎ মদ্য ব্যবসায়ী৷ তাই সর্দার জাশা সিং-এর অনুগামীগণ তাঁকে 'গুরু-কালাল' অর্থাৎ 'গুরুর প্রিয়পুত্র' হিসেবে সম্মানিত করেছিলেন৷ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে (১৮২৩ খ্রি.) জাশা সিং পিতা বদর সিং-কে চিরকালের জন্য হারান৷ পিতৃহীন শিশুপুত্রকে মাতা আশ্রয় দেবার জন্য প্রয়াত গুরুগোবিন্দ সিং-এর বিধবা পত্নী মাতাসুন্দরীকে অনুরোধ করলে মাতাজি সদাহাস্যময়, প্রাণখোলা, প্রস্ফুটিত গোলাপের মত এই শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নেন৷ এই শিশুর মুখে উচ্চারিত 'গুরুবাণী',

'হরিকীর্তন' এবং 'আশা কী ভর' গান শুনে সকলে মন্ত্রমুগ্দ হয়ে যান৷ মাতাসুন্দরীর আশ্রয়ে জাশা সিং দিনে দিনে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ভাইমানি সিং-এর কাছ থেকে অর্জন করেন৷ কর্তব্যে কঠোর এবং সেবাধর্মে কোমলতার পরিচয় দিয়ে তিনি শিখ সম্প্রদায়ের কাছে একান্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠতে লাগলেন৷ এরপর ক্রমশ তিনি হয়ে উঠলেন শাস্ত্রধারী থেকে শস্ত্রধারী৷ মাতাসুন্দরীর নির্দেশে শিখ সেনানায়ক নবাব কাপুর সিং তাঁকে অশ্বারোহন, অসিচালন প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাসহ রাজনীতি বিদ্যাতে বিশেষ পারঙ্গম করে গড়ে তোলেন৷ নবাব কাপুর সিং মৃত্যুর পূর্বে জাশা সিং-কে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করেন৷ পরবর্তীকালে সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়ার রণনৈপুণ্য, সাংগঠনিক প্রতিভা ও যথার্থ নেতৃত্বের পরিচয় পেয়ে শিখ খালসা বাহিনী তাঁকে 'সুলতান উল্ কৌম' অর্থাৎ জনগণের রাজা হিসেবে সম্মানিত করে৷ ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে খালসা বাহিনীর সহযোগিতায় তিনি লাহোর অধিগ্রহণ করে হয়েছিলেন লাহোরের অধিপতি৷ আফগান শাসনকর্তা আহমদশাহ আবদালির বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণসহ শিখ জাতীয়তাবাদের পতনের চেষ্টাকে সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া তাঁর রণনিপুণতায় প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন৷ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাপুরথালা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন৷ ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে এই মহান ত্যাগব্রতী সেনানায়ক অমৃতসরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন৷

শিখ জাতীয়তাবাদের উত্থানসহ অখণ্ড শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একেবারে স্বপ্নালু ছিল না৷ এটি সম্ভব হয়েছিল বহু বীরের আত্মবলিদানের ফলে৷ ভারতবর্ষকে ক্রমশ বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে নিমজ্জিত করছিল সমকালের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবনমন৷ কারণ, ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত হবেন যে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল থেকে তাঁর শাসনকর্তা, আমীর ও ওমরাহগণ অতিরিক্ত মাত্রায় বিলাস-ব্যসনতায় মগ্ণ হয়ে পড়েছিলেন৷ এর মর্মান্তিক ফল ভোগ করতে হয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে উত্তর ভারতের জাঠ ও কৃষক সম্প্রদায়কে৷ সেই সময় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানিকভাবে সংগঠিত জাঠ ও কৃষকদের অসন্তোষ এবং প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি ধূমায়িত হচ্ছিল৷ জাঠ-কৃষক নেতা চূড়ামনের কথা সর্বজন বিদিত৷ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল সাম্রাজ্যের ভরকেন্দ্রের বিচ্যুতি চূড়ান্তরূপ ধারণ করে৷ মোঘল সম্রাট শাহ আলম ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পক্ষে সামাজিক ভাঙন রোধ করা সম্ভব হয়নি৷ বরং প্রশ্রয় পেয়েছে অবক্ষয় ও সংসৃকতির কুৎসিত রূপ, তার সাথে সঙ্গত দিয়েছে প্রবল ধর্মান্ধতা৷ এর ফলে দক্ষিণের মারাঠাশক্তির উত্থান উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছে৷ কিন্তু প্রশ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য৷ সুদূর আফগানিস্তানের শাসক নাদিরশাহের প্রধান সেনাপতি আহমদশাহ আবদালির পরপর নয়বার ভারত অভিযান কালিমালিপ্ত করেছে ভারতের সেই সময়ের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটকে৷ সামাজিক এই অবক্ষয় এবং ভিন্নধর্মীদের ধারাবাহিক অভিযানে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পাঞ্জাব প্রদেশে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন৷ বীরত্ব, সততা, তেজস্বিতা ও নৈতিকতায় সুমহান যে জাতি বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য আসন গ্রহণ করে আছে, সেই জাতি বারবার বিপন্ন হয়েছে---একদিকে মোঘল শাসনকর্তাদের শোষণ-পীড়নে এবং অন্যদিকে আহমদশাহ আবদালির ভারতবর্ষ অভিযান ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে৷ যুগপৎ দুই শক্তির নিষ্ঠুর পেষণে শিখজাতির মেরুদণ্ড ঋজু রাখা সত্যিকার অর্থে দুরূহ হয়ে উঠেছিল৷ তবু এই দুর্দমনীয় জাতির স্বাজাত্যবোধ, বীরত্ব ও ধর্মাদর্শ কখনও অবনত হয়নি৷ বহু বীর-সেনানী ও ত্যাগব্রতী শিখ-জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের বলিদান দিয়েছেন৷ সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর শৌর্য-বীর্য ও সৈনাপত্যের কারণে৷

আমরা সংক্ষেপে তাঁর রাষ্ট্রসেবা ও মানবকল্যাণের কথা জেনে নিতে পারলে তাঁকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পারব৷

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব কাপুর সিং মৃত্যুর আগে তাঁর সৈনাপত্যের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়াকে মনোনীত করেছিলেন৷ সর্দার জাশা সিং সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বে যেমন নিস্তরঙ্গ জীবন-যাপন করছিলেন না, তেমনি তাঁর পরবর্তীকালের পথও মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না৷ বহু যুদ্ধবিগ্রহে অল্প বয়স থেকে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়ে তিনি হয়েছিলেন যথার্থ অর্থে সেনানায়ক৷ ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রদেশের শাসনকর্তার নির্দেশে দেওয়ান জাশপৎ রায়ের ভাই লখপৎ রায়ের নেতৃত্বে শিখ পীড়নের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে অবস্থান করে নবাব কাপুর সিং-এর সাথে জাশা সিং তাঁর যোগ্যতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন৷ প্রায় ১৫ হাজার শিখ সৈন্যের সামনে নেতৃত্ব দিয়ে জাশা সিং গুরুদাসপুরে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালিয়েছিলেন৷ শক্তিমান রাজশক্তির জয় পেতে যথেষ্ট পরিমাণে বেগ পেতে হয়েছিল৷ প্রায় দশহাজার শিখবীর মৃত্যুবরণ করে ছিলেন৷ এই ঘটনা ইতিহাসে 'ছোট্টা ঘালুঘারা' হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে৷ ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রদেশের শাহনকর্তা শাহনওয়াজের সেনাপতি সালাবৎ খানের নেতৃত্বে শিখ-নিধনকর্ম পরিকল্পনাকে তছনছ করে শিখ সৈন্যদের যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে জাশা সিং এবং নবাব কাপুর সিং অমৃতসরকে দখলমুক্ত করেন৷ সালাবৎখানকে হত্যা করে জাশা সিং অমৃতসরে দেওয়ালী উৎসব উদ্‌যাপন করেন৷

১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে শিখ-জাঠযোদ্ধাদের ৬৫টি দলকে নবাব কাপুর সিং ১১টি (মতান্তরে ১২টি) বাহিনী বা মিশলে পরিণত করেছিলেন৷ প্রতিটি বাহিনীকে স্বতন্ত্র পতাকা ও স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল৷ আর জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া ছিলেন এই ১১টি বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত ডাল খালসার প্রধান৷ ডাল খালসা সিদ্ধান্ত নেয় যে, পাঞ্জাব প্রদেশ তাদের অধীনে থাকবে, তাই তারা অমৃতসরে রামরুয়ানি দুর্গ নির্মাণ করে৷ তাদের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য জলন্ধরের শাসনকর্তার নির্দেশে ফৌজদার আদিনা বেগ রামরুয়ানি দুর্গ আক্রমণ করেন৷ আহমদশাহ আবদালির ভারত অভিযানের কথা বিবেচনা করে দেওয়ান কৌরামলের পরামর্শে এই আক্রমণ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে আহমদশাহ আবদালির নির্দেশে আফগান সেনাপতি জাহানখান বহু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অমৃতসর আক্রমণ করে শিখ-নিধন কর্মে ব্যাপৃত হন৷ জাহান খানের সৈন্যবাহিনী রামরুয়ানি দুর্গ, হরিমন্দির সাহিব ধবংস করে পবিত্র অমৃত সরোবরে মৃতপশুর দেহ ফেলে শিখধর্মের ভাবাবেগকে আহত করতে থাকে । বাবা দীপ সিংহ নিজের জীবন বিপন্ন করে হরিমন্দিরে পৌঁছে পবিত্রতা রক্ষা করেন৷ এমন সময়ে ফৌজদার আদিনাবেগ তাঁর সরকারকে আদায়ীকৃত শুল্ক না দিয়ে শিখদের সহযোগিতা করে বিপরীত আচরণ করেন৷ এই সুযোগে খালসা বাহিনীর সহযোগিতায় সর্দার জাশা সিং জলন্ধর আক্রমণ করে দখল নেন৷ শিখ-খালসা বাহিনী ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে অমৃতসর দখল করে অমৃত সরোবরকে পূর্ব ঐতিহ্যে ফিরিয়ে দেয়।

১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে আহমদশাহ আবদালি দিল্লি লুণ্ঠনের জন্য পুনরায় আসেন এবং এই লোভে শিখ অধ্যুষিত লাহোর থেকে অধিক শুল্ক আদায় করে দেশে ফিরবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন৷ এমন ভাবনায় সর্দার জাশা সিং জল ঢেলে দেন৷ তাঁর খালসা বাহিনী শিখদেরকে ৩০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য লাহোরের শাসনকর্তাকে বাধ্য করে৷ ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আবদালি আফগানিস্তান ফেরার পথে বহু মূল্যের সোনা এবং স্বদেশে বিক্রির জন্য দুই হাজারের বেশি পণবন্দী যুবতীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন৷ সর্দার জাশা সিং বীরবিক্রমে

খালসা বাহিনীসহ ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে এই যুবতীদের বন্ধন মুক্ত করেন৷ ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'বন্দী ছোড়' বলা হয়ে থাকে।

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আহমদশাহ আবদালি কর্তৃক নিযুক্ত আফগান শাসনকর্তা নূর উদ্দীন বামেজাইকে হত্যা করে সর্দার জাশা সিং-এর খালসা বাহিনী লাহোর দখল করে৷ লাহোর আক্রমণের পর সর্দার জাশা সিং গুরু নানকের নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন৷ এই সংবাদ শোনার পর আবদালি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ষষ্ঠ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নেন৷ ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ কান্দাহার থেকে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে যাত্রা শুরু করেন৷ এই খবর পৌঁছানো মুহূর্তে শিখ-খালসা বাহিনী স্বদেশ ও স্বজাতিকে রক্ষা করার জন্য শিখ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশুদের নিরাপদস্থানে প্রহরী বেষ্টিত করে শত্রুপক্ষের সামনে শতদ্রু ও রাভী নদীর তীরে উপনীত হয়৷ সর্দার চারাহাৎ সিং সুকরচাকিয়া (মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর পিতামহ), সর্দার হরিসিং ধীলন এবং সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া- এই তিন শিখ-বীরের নেতৃত্বে শিখবাহিনী মরণপণ যুদ্ধ করে৷ সর্দার জাশা সিং তাঁর শরীরে ৬৪টি ক্ষত নিয়ে এই যুদ্ধ নির্ভীকভাবে করে গিয়েছিলেন৷ মেলার কোটলার নিকট কুপগ্রামের মাটিতে মৃত্যুবরণ করেছিল প্রায় ২০ হাজার শিখ-সৈন্য৷ এই মর্মান্তিক যুদ্ধ ও তার অপ্রত্যাশিত পরিণতিকে শিখ ইতিহাসে বলা হয়- 'ওয়াদ্দা ঘালুঘারা' অর্থাৎ মহান বিপর্যয়।

'ওয়াদ্দা ঘালুঘারা' বিপর্যয় শিখ-জাতীয়তাবাদকে বিশেষ সময়ের জন্য বিপর্যস্ত করেছিল ঠিকই- কিন্তু শিখ বীর যোদ্ধাদের অনমনীয় পৌরুষ পুনরায় জাগ্রত হতে বেশি সময় লাগেনি৷ এই ঘটনার চারমাসের মধ্যে সর্দার জাশা সিং-এর অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে শিখবাহিনী আবার মরণপণ লড়াইর জন্য তাদের মেরুদণ্ড ঋজু করে৷ সর্দার জাশা সিং-এর শিখবাহিনী আফগান ফৌজদার সরহিন্দের শাসনকর্তাকে হত্যা করে অমৃতসরের হরি মন্দিরে দেওয়ালী উৎসব পালন করে৷ ফলে অমৃতসরের উপর থেকে ঘন কালোমেঘের ছায়া দূরীভূত হয়৷ শিখদের প্রত্যাঘাতে আবদালি বিচলিত হয়ে জাশা সিং-এর কাছে মৈত্রীচুক্তির জন্য দূতপ্রেরণ করলে জাশা সিং তা প্রত্যাখ্যান করেন৷ প্রত্যাখ্যাত আবদালি সময় নষ্ট না করে ওই বছর অক্টোবর মাসে পুনরায় অমৃতসর আক্রমণ করলে শিখ-খালসাবাহিনী দ্রুতভাবে জংলী কৌশল অবলম্বন করে আফগান সেনাদের হটিয়ে দেয়।

১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে আহমদশাহ আবদালি পাঞ্জাব দখলের জন্য অষ্টমবার অভিযান করেন৷ কিন্তু শিখবাহিনী যে আগের থেকে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তা তাঁর অজানা ছিল৷ সর্দার জাশা সিং-এর নেতৃত্বে শিখবাহিনী তাদের নিজস্ব রণকৌশল 'ধাই-ফুট' অবলম্বন করে আফগান বাহিনীকে ছত্রখান করে দেয়৷ ফলে জাশা সিং-এর ২০ হাজার সৈন্যের হাতে ৫ হাজার আবদালি বাহিনী বেঘোরে প্রাণ হারায়৷ পর্যুদস্ত আবদালি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে তাঁর নবম তথা শেষ অভিযান করেন ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে৷ সর্দার জাশা সিং-এর দুর্ধর্ষ খালসাবাহিনীর সাথে আবদালির যুদ্ধক্লান্ত আফগান বাহিনী মোটেই মুখোমুখি হতে পারেনি৷ এর ফলে জাশা সিং-এর পক্ষে জোরপূর্বক কাপুরথালা দখল করে নেওয়া (১৭৭৪খ্রি.) অনেকটাই সহজ হয়ে যায়৷ এই কাপুরথালাকে তিনি শিখদের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন।

সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়ার জীবনপথের পরিসর মাত্র ৬৫ বছর৷ এই অনতিদীর্ঘ পরিসরে তাঁর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটা মোটেই মসৃণ ছিল না৷ শিশুকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর থেকে তাঁর জীবন-সংগ্রাম ছিল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ৷ তিনি তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি---সততা, ন্যায়, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও বীরোচিত আদর্শের

কারণে হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ সেনানায়ক৷ সপ্রতিভ সুঠাম চেহারা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ নৃপতি৷ শিখ-জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে নন্দিত হয়েছেন এই কারণে যে- তিনি বিদেশি ও ভিন্নধর্মী আহমদশাহ আবদালির নয়বার (১৭৪৭ খ্রি.- ১৭৬৯ খ্রি.) ভারতবর্ষসহ পাঞ্জাব অভিযানকে তাঁর ডাল খালসা বাহিনীর সাহায্যে জীবন-মরণ পণের বিনিময়ে যোগ্য জবাব দিয়ে প্রতিহত করে স্বভূমি ও স্বজাতির মর্যাদাকে রক্ষা করেছিলেন৷ ডাল খালসা প্রতিষ্ঠা, গুরু নানকদেবের নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন, অমৃতসরোবরসহ স্বর্ণমন্দিরের সম্মান রক্ষা, দুই সহস্রাধিক বন্দী যুবতীকে আক্রমণকারির কবল থেকে মুক্ত করা (বন্দি ছোড়), কাপুর থালা রাজ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মপ্রয়াস তাঁকে মননশীল ইতিহাস পাঠকের হৃদয়ে চিরকালের জন্য স্থান করে দিয়েছে৷ পরহিতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে তিনি হয়েছিলেন নির্লোভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী৷ তিনি আগ্রাসী সেনানায়ক ছিলেন না বলেই পাঞ্জাব ভিন্ন অন্যকোনো স্থানে তাঁর অভিযান বা আক্রমণ সংঘটিত করেননি৷ তিনি যুদ্ধের স্বার্থে যে সমস্ত আক্রমণ করেছিলেন, সেগুলি ছিল শিখ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা বা শিখজাতির সার্বভৌমিকতা রক্ষার লড়াই৷ যুদ্ধের জন্য অধিকৃত সম্পদ তিনি নিজের ভোগের জন্য ব্যবহার না করে তাঁর খালসাবাহিনী ও সাধারণ শিখদের জন্য বণ্টন করেছিলেন৷ অমৃতসরের গুরুদোয়ারার সংস্কার ও পরিচর্যা, অমৃতসরবাসীদের নাগরিক পরিষেবা প্রদান প্রভৃতি সেবামূলক কাজ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে৷ তিনি মনে করতেন শিখ বীরেরা ডাল খালসায় অংশগ্রহণের পূর্বে অমৃতসরে গিয়ে তাদের মানসিক শুদ্ধিলাভ জরুরি৷ সর্দার জাশা সিং আমাদের শিখিয়েছেন- কীভাবে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্যের উচ্চস্তম্ভে পৌঁছানো যায় এবং কীভাবে খ্যাতির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে একেবারে সহজ সাধারণ জীবন অতিবাহিত করা যায়৷ সর্দার জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া কেবল শিখ সম্প্রদায়ের কাছে নয়- সমগ্র ভারতবাসীর কাছে একটি জীবন্ত ইতিহাস৷ তাঁকে যথার্থভাবে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কাপুর থালার রণধীর সিং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'নবাব জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া গভরনমেন্ট কলেজ'৷ ভারত সরকার ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'বাবা জাশা সিং আহলুওয়ালিয়া' নামাঙ্কিত ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

ঋণ স্বীকার:

1. Jassa Singh Ahluwalia [Sikh Leader] Britanica - www.britanica.com.
2. The forgotten hero of Punjab - Jassa Singh Ahluwalia - by Sumant Dhamji, Issue Net Edition (6-10-2010).
3. The Forgotten Hero of Punjab - Jassa Singht Ahluwalia - www.indiadefenceview.com.
4. A history of the Sikhs - Vol-1 (Internet Archive) - Khuswant Singh.
5. মুঘলযুগের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ- গৌতম ভদ্র, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৩।